পদক্ষেপ
মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

(পদক্ষেপ এর একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী)
ই-নিউজ

বর্ষ: ১৩ | সংখ্যা: ১২৩

সম্ভাবনার ক্ষমতায়নে সাম্যে গড়া
টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষ্যে ১৯৮৬ থেকে

মে ২০২৩

রংপুরে পদক্ষেপ এর 'নিরাপদ স্ট্রিট ফুড' মার্কেটের জন্য জায়গার চুক্তিপত্র স্বাক্ষর

টেকসই জীবন ও সুস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবারের বিকল্প নেই। অনিরাপদ খাদ্য স্বাস্থ্যঝুঁকির অন্যতম কারণ। বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য জরুরি হলেও তার চেয়ে বেশি জরুরি নিরাপদ খাদ্য, কেননা খাদ্য ও স্বাস্থ্য একে অপারের পরিপূরক। দেশের নাগরিকের পাঁচটি মৌলিক অধিকারের একটি হলো খাদ্যের অধিকার। নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা এর মধ্যেই পড়ে। তাই স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ খাবারের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)' এর 'প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস' উপ-প্রকল্পের আওতায় ঢাকা ও রংপুরে পদক্ষেপ কাজ করছে। সম্প্রতি প্রকল্পের আওতায় রংপুরের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা যাতে স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ পরিবেশে তাদের খাবার তৈরী ও ব্যবসা পরিচালনা এবং একইসাথে রংপুর বাসী যাতে আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ পরিবেশে পরিবার পরিজন নিয়ে ফুডকোর্টে খাবার উপভোগ করতে পারেন সে লক্ষ্যে বেশ কিছু নিরাপদ স্ট্রিট ফুড স্টল স্থাপন করবে পদক্ষেপ।

এ উপলক্ষ্যে গত ২২ মে ২০২৩ তারিখে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় স্ট্রিট ফুড ও হ্যান্ডিক্রাফটস প্রকল্পের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট বাজার ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে 'পদক্ষেপ নিরাপদ স্ট্রিট ফুড' মার্কেটের জায়গা নির্ধারণে রংপুর সিটি কর্পোরেশন ও পদক্ষেপ এর মধ্যে একটি দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন রংপুর সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে সন্মানিত মেয়র মো: মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা এবং পদক্ষেপ এর পক্ষে সংস্থার মাইক্রোফাইন্যান্স এবং প্রোগ্রাম ও এন্টারপ্রাইজ উইং এর পরিচালক মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দীক ও মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামের সিনিয়র সহকারী পরিচালক মো: মোস্তাফিজুল গনি, প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও সহকারী পরিচালক আয়শা সিদ্দীকা, প্রজেক্ট ম্যানেজার মো: ইরফানুল বারী, রংপুর জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার ফখরুল আহমেদ'সহ রংপুর সিটি কর্পোরেশনের বাজার ও সম্পত্তি শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় কাউন্সিলর, পদক্ষেপ এর সংশ্লিষ্ট এরিয়া, ব্রাঞ্চ ও প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ। চুক্তি অনুযায়ী রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ডিসির মোড় এলাকায় পদক্ষেপ একটি অস্থায়ী মার্কেট স্থাপন করতে পারবে যেখানে আধুনিক ও আকর্ষণীয় ১৫টি নিরাপদ স্ট্রিট ফুড এবং ৫টি রংপুরের ঐতিহ্যবাহী হ্যান্ডিক্রাফটস এর স্টল থাকবে।

'স্ট্রিট ফুড' প্রকল্পের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান

গত ২৫ মে ২০২৩ তারিখে পদক্ষেপ এর ঢাকা মিরপুর ব্রাঞ্চ অফিসে দিনব্যাপী 'স্ট্রিট ফুড' প্রকল্পের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। পদক্ষেপ এর 'সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)' এর 'প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্রাকটিসেস' উপ-প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্য ক্যাম্পটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে উদ্যোক্তাদের পেশাগত বিপত্তি এবং জীবিকার ঝুঁকি হ্রাস করা। তাই স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের স্বাস্থ্য ঠিক থাকলে পেশাগত বিপত্তি এবং জীবিকার ঝুঁকি হ্রাস পাবে। স্বাস্থ্য ক্যাম্পের শুরুতেই নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ স্বাস্থ্যবিধি এবং স্ট্রিট ফুড ব্যবসার সাথে জড়িত সকল ব্যবসায়ী ও কর্মচারীদের সুস্থতার উপর গুরুত্বারোপ করেন। বক্তব্য শেষে তিনি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন। স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রক্তচাপ, রক্তে শর্করার উপস্থিতি, বিএমআই, সংক্রমণ রোগ যাচাই এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়। চিকিৎসার পাশাপাশি বিনামূল্যে ঔষধও বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি পরবর্তী এক সপ্তাহ পর্যন্ত রোগীদেরকে ফলোআপে রাখা হবে। এছাড়া ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, রোগের উপসর্গ ও সম্ভাব্য কারণসমূহ নিয়েও সভায় আলোচনা করা হয়। স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্পটি পরিচালনা করেন পদক্ষেপ এর চিকিৎসক ডা. মো: ইউসুফ নবী এবং সহযোগিতায় ছিলেন জয়শ্রী রাণী সরকার। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও সহকারী পরিচালক আয়শা সিদ্দীকা, ঢাকা জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার মোঃ রুহুল কুদ্দুস'সহ প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ।

মডেল উদ্যোক্তাদের মাঝে উপকরণ সামগ্রী বিতরণ

গত ২২ মে ২০২৩ তারিখে পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)' এর আওতায় 'পরিবেশবান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প' উপ-প্রকল্পের মডেল উদ্যোক্তাদের মধ্যে উপকরণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। বিশ্ব ব্যাংক এর অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর মাইক্রোফাইন্যান্স এবং প্রোগ্রাম ও এন্টারপ্রাইজ উইং এর পরিচালক মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দীক ও মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামের সিনিয়র সহকারী পরিচালক মো: মোস্তাফিজুল গনি। প্রধান অতিথি টেকসই উন্নয়নের জন্য উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে ভালভাবে অবগত হওয়া, পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও কারখানার সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ রক্ষার্থে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দীক বলেন, শ্রমিকদের কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য মাঝে মাঝে কারখানা পরিদর্শন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি কারখানার উন্নত পরিবেশ ও টেকসই শ্রম বজায় রাখার গুরুত্ব তুলে ধরেন। উদ্যোক্তা শতরঞ্জির প্রোপাইটার মাসুদুর রহমান মানিক বলেন, আমরা উদ্যোক্তা হিসেবে অনেক প্রোগ্রামে অংশ নেই কিন্তু এই প্রথম আমাদেরকে বিভিন্ন উপকরণ প্রদান ও এর ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে দেখিয়ে দিলো পদক্ষেপ। এ সময় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে রংপুর জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার ফখরুল আহমেদ'সহ সংশ্লিষ্ট এরিয়া, ব্রাঞ্চ ও প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মডেল উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিশুদ্ধ পানির জন্য ওয়াটার ফিল্টার, অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ৩ ধরনের বিন, কারখানার প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ও শ্রমিকের বাচ্চাদের খেলনা সামগ্রী ইত্যাদি বিতরণ করা হয়।

আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্টের মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন সিস্টেম ট্রেনিং ও সমন্বয় সভা

পদক্ষেপ কর্তৃক পরিচালিত 'আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্ট (২য় পর্যায়)' এর মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন সিস্টেম ট্রেনিং ও সমন্বয় সভা গত ১৫ মে ২০২৩ তারিখে নেত্রকোণার নাগড়া এলাকায় নগর মাতৃসদন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের প্রজেক্ট ম্যানেজার (এডমিন এন্ড ফিন্যান্স) মোঃ ওয়াসিম আকরামের সভাপতিত্বে ও এমআইএস অফিসার মোঃ সাফায়েত হোসেনের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, নেত্রকোণা পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রোগ্রাম অফিসার মোহাম্মদ ফারুক ওয়াহিদ। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ তিথি সাহা, ডাঃ আঞ্জুমান আরা লাকী, ডাঃ সুমনা সরকার, ডাঃ পারভেজ মোশারফ, ডাঃ সৌরভ বৈশ্য দিপ্ত, ডাঃ উম্মে সামসাদ রুবাইদা পায়েল, ডাঃ নুহা ইসলাম, দৈনিক বাংলা পত্রিকার নেত্রকোণা জেলা প্রতিনিধি সালাহ উদ্দীন খান রুবেল ও বার্তা সম্পাদক মোঃ তোফাইল ইসলাম শাহীন। প্রধান অতিথি বলেন, "প্রাইভেট ও ব্যক্তি মালিকানাধীন হাসপাতাল, ক্লিনিক ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের তুলনায় আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্টের সেবার মান ভালো এবং কম খরচে উন্নতমানের চিকিৎসা সেবা পাওয়া হয়। এখানে কোনো দালাল চক্র নেই। এমনকি রোগীদের সাথে চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীর আচরণ সন্তোষজনক। সেইসাথে অসচ্ছল রোগীদের জন্য কম খরচে বিশেষ চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা রয়েছে। এই বিষয়গুলো জনগনের মাঝে তুলে ধরার পাশাপাশি প্রজেক্টের কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান"। এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও স্থানীয় সরকারের অর্থায়নে এবং নেত্রকোনা পৌরসভার ত্ত্বাবধানে নেত্রকোনা'র নাগড়া, পূর্ব কাটলী, বাহিরচাপড়া এলাকায় পদক্ষেপ উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সাধারণ স্বাস্থ্যসেবার জন্য বড় বড় হাসপাতালে গিয়ে স্বাস্থ্য সেবা নেয়া সাধারণ মানুষের জন্য কষ্টকর ও ব্যয় সাপেক্ষ। এ থেকে উত্তোরণের জন্য নগর এলাকায় মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে 'আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার ডেলিভারি সার্ভিসেস প্রজেক্ট (২য় পর্যায়) প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

'আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসস ডেলিভারি' প্রজেক্টের প্রকল্প পরিচিতি ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

গত ৭ মে ২০২৩ তারিখে পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়িত 'আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্ট (২য় পর্যায়)' এর আওতাভুক্ত জামালপুর পৌরসভা পিএ-১ পর্যায়ের পরিচিতি ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পদক্ষেপ এর পিআইডিএম এ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিলো, প্রজেক্টের আওতাভুক্ত এলাকায় নগরে 'পিএইচসি' পরিসেবাগুলির ব্যবহার, বিশেষভাবে দরিদ্রদের বিনামূল্যে পরিসেবার বিধানের উপর ফোকাস করা; পরিসেবার মান উন্নত করা; নগরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদা পুরণ এবং কার্যকর সেবা প্রদানে নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ইত্যাদি। প্রকল্পটি জামালপুর পৌরসভা এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১টি নগর মাতৃসদন ও ২টি প্রাইমারী হেলথ কেয়ার (পিএইচসি) এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিচালিত হচ্ছে।

পদক্ষেপ এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস এর সভাপত্বিতে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার ডেলিভারি সার্ভিসেস প্রজেক্ট (২য় পর্যায়)' এর প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্ম সচিব আবুল ফয়েজ মোহাম্মদ আলাউদ্দীন খান। তিনি প্রকল্পের সার্ভিস ডেলিভারী সম্পর্কে সকলকে অবগত করে বলেন, প্রজনন, মা, নবজাতক ও শিশুর স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির অবস্থার উন্নতি করা; সংক্রামক রোগের ঝুঁকি কমানো; অসংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং জনগনের জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই হচ্ছে প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। তিনি ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিস ডেলিভারি মডেল ফ্রন্টলাইন হেলথ ওয়ার্কার এবং হেলথ সেন্টারকে ব্যবহার করে ব্যক্তি ও সম্প্রদায় উভয়ই পর্যায়ে স্বাস্থ্য পরিসেবার অ্যাক্সেস, কভারেজ এবং গুণগত মান উন্নত করতে প্রকল্পের সাথে জড়িত সকলকে আহবান জানান। পরে তিনি বিভিন্ন পদে কর্মী নিয়োগ ও বাছাই পর্বের উদ্বোধন করেন। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ) মো: সিদ্দিকুর রহমান, পদক্ষেপ মাইক্রোফাইন্যান্স উইং এর পরিচালক মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক। সভায় বিশেষ অতিথিবৃন্দ প্রকল্পের কার্যক্রম ও সুযোগ সুবিধা নিয়ে আলোচনা করেন। পদক্ষেপ এর প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দীক এর সঞ্চালনায় সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট মো: ইউনুস আলী মৃধা, পদক্ষেপ এর প্রকল্পের ফোকাল পার্সণ সাবরিনা নুজহাত, প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ মনিরুজ্জামান'সহ বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ।

হস্তশিল্প ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের শুভ উদ্বোধন

পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)' প্রকল্পের 'পরিবেশ বান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প' উপ-প্রকল্পের আওতায় মে ২০২৩ মাসে রংপুরে একটি 'ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট সেন্টার' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সেন্টারটি উদ্বোধন করেন পদক্ষেপ এর মাইক্রোফাইন্যান্স এবং প্রোগ্রাম ও এন্টারপ্রাইজ উইং এর পরিচালক মুহম্মদ রিসালাত সিদ্দীক। তিনি বলেন, "হস্তশিল্প ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট সেন্টারটি উদ্বোধনের ফলে হস্তশিল্প জগতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য একটি নতুন অধ্যায় তৈরী হয়েছে। সেন্টারটি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যতিক্রমী কারুশিল্প প্রদর্শনের জন্য একটি প্রাণবন্ত ও আধুনিক প্ল্যাটফর্ম। তাদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের জন্য সেন্টারটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে"। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পদক্ষেপ এর প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দীক বলেন, "উদ্যোক্তাদের হস্ত ও কারুশিল্পের বিপণন বৃদ্ধির নতুন কৌশল এবং বিভিন্ন ধারণা পেতে সেন্টারটি সহায়তা করবে। এছাড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা তাদের পণ্যের বৈচিত্র্যতা ও শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও উন্নত করতে পারবেন"।

দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে পিপিইপিপি প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

দেশের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে 'পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (পিপিইপিপি)' প্রকল্পটি ২০২০ সাল থেকে পদক্ষেপ কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী, মিঠামইন, অষ্টগ্রাম ও সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা এবং হবিগঞ্জ জেলার আজমীরিগঞ্জ উপজেলায় বাস্তবায়ন করছে। এফসিডিও এর যৌথ অর্থায়নে এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় পরিচালিত কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো ২.৫ লক্ষ পরিবারের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন, অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় সরকারি এবং বেসরকারি সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত কাঠামো জোরদার করার জন্য সহযোগিতা প্রদান করা। প্রকল্পের আওতায় মে ২০২৩ মাসে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন কার্যক্রমগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো।

সফল নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে ক্যাম্পেইন সভা

টেকসই উন্নয়নের জন্য নারীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করা একান্ত আবশ্যক। নারীর সম্পদে প্রবেশাধিকার ও নিয়ন্ত্রণ, নারীর ক্রয় বিক্রয়ের সক্ষমতা, পারিবারিক বিষয়ে নারী ও পুরুষের যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পারিবারিক নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ হ্রাস ইত্যাদি বিষয়গুলো নিশ্চিত করার গুরুত্ব অপরিসীম। সফল নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে মে ২০২৩ মাসে ৩টি ক্যাম্পেইন সভা (আমরা পারি) অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিকলী ইউনিটের নিকলী, দামপাড়া এবং ছাতিরচর ইউনিয়নে ক্যাম্পেইনগুলোর আয়োজন করা হয়। নারী উদ্যোক্তা হওয়ার পথে বাধা ও তা দূরীকরণের উপায়সমূহ বিশ্লেষণ করার লক্ষ্যে 'আমরা পারি' ক্যাম্পেইন সভাটি এলাকায় কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। মাঠ পর্যায়ে যে সকল নারী ইতোমধ্যে উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছেন তাদের মাধ্যমে প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য নারী সদস্যের সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্যোক্তা হওয়ার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করবে। এর ফলে নারী উদ্যোক্তারা বিভিন্ন বাঁধা এবং তা দূরীকরণের উপায়গুলো সম্পর্কে অন্যদেরকে সচেতন করতে পারবেন এবং প্রতিষ্ঠিত নারী উদ্যোক্তাদের অনুকরণ করে অনেকেই উদ্যোক্তা হতে উৎসাহিত হবে।

ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড দুর্যোগ কমিটির সাথে সভা

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণ, অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্পায়ন ইত্যাদির কারণে এই ঝুঁকি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার নেতিবাচক প্রভাব আমাদের জনজীবন ও অর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর পড়ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ত আমরা রোধ করতে পারবো না কিন্তু চাইলে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব। আর এ জন্য প্রয়োজন সকলের অংশগ্রহণ। দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার অন্যান্য অংশীজনদের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণকে গুরুত্ব প্রদান করেছে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশবলী ২০১৯ এ বিভিন্ন কমিটি গঠনের সাথে সাথে জনগণের অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে মে ২০২৩ মাসে ঘোপদিঘী ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড পর্যায়ে 'ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সভা আয়োজন করা হয়। সভায় বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, তৃণমূল পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সক্রিয় করা এবং নিয়মিত সভা আয়োজনের মাধ্যমে সকলকে অবগত করা; 'ইউডিএমসি' ও 'ডব্লিউডিএমসি' এর প্রতিবন্ধী সংগঠনের সদস্য হিসেবে প্রতিবন্ধী ফোরামের সদস্যদেরকে অন্তর্ভুক্তি করা; সভাগুলোতে কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; পিভিসি ও অন্যান্য ফোরামের সদস্যদেরকে কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি করা এবং ইউডিএমসি ও ডব্লিউডিএমসি এর পরিকল্পনায় অতিনাজুক জনগোষ্ঠীর বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা ইত্যাদি।

ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটির সাথে অ্যাডভোকেসি সভা

বাংলাদেশের ৪৫৭৮টি ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়ন পরিচালিত হয়ে থাকে। ইউপি আইনের ৪৫ ধারায় পরিষদের কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য ১৩টি বিষয়ে স্থায়ী কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। প্রয়োজনে ডেপুটি কমিশনারের অনুমোদন সাপেক্ষে আরো একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা যাবে। এসব কমিটির সুপারিশ পরিষদের সভায় বিবেচনা করে গ্রহণ করার বিধানও রয়েছে। স্থায়ী কমিটিগুলো ইউনিয়ন পরিষদকে বিভিন্ন সুপারিশমালা, সিদ্ধান্ত ও পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রদান করে থাকে। উক্ত বিষয়গুলো নিয়ে ঘোপদিঘী, আদমপুর এবং আব্দুল্লাহপুর ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটির সাথে একটি অ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো, ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় অতি দারিদ্র্য ও ইন্টারভেনশনাল গ্রুপের সদস্যবৃন্দকে সম্পৃক্ত করা; স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে ও কমিটির সুপারিশ, সিদ্ধান্ত, পর্যবেক্ষণে অতিদরিদ্র ইন্টারভেনশনাল গ্রুপের সদস্যবৃন্দকে সম্পৃক্ত করা; ইউনিয়ন পরিষদের সেবার মান আরও উন্নত করা। স্থায়ী কমিটিগুলোকে কার্যকর করা গেলে পরিষদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

প্রতিবন্ধী খাতে বাজেট বরাদ্দ বিষয়ক অ্যাডভোকেসি সভা এবং প্রতিবন্ধী ফোরামের মাসিক সভা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও গুরুত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশে যে আইন রয়েছে তা হলো "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩"। এই আইনে প্রতিবন্ধিতা হলো দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ীভাবে কোন ব্যক্তির শরীর মন বা সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিকূলতা বা ক্ষতিগ্রস্ততা (যেমনঃ হাটতে, কথা বলতে, দেখতে, শুনতে, বুঝতে ও যোগাযোগ করতে না পারা) এবং এর কারণে পরিবার ও সমাজের অন্যদের তুলনায় তিনি যে নানা ধরনের বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন তার একটা সম্মিলিত রূপ যেমন অবহেলার চোখে দেখা, গুরুত্ব না দেয়া ইত্যাদি। আর প্রতিবন্ধিতার বৈশিষ্ট্য রয়েছে এমন ব্যক্তি হলো প্রতিবন্ধী ব্যাক্তি। গত ২৭ মে ২০২৩ তারিখে মিঠামইন উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়ন পরিষদে প্রতিবন্ধীতা বিষয়ক অ্যাডভোকেসি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় ইউপি চেয়ারম্যান মহোদয়ের পক্ষে ইউনিয়ন সচিব মোঃ কফিল উদ্দীন প্রতিবন্ধী সদস্যদেরকে সকল সেবায় অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয়ে আশা প্রকাশ করেন। এছাড়া প্রতিবন্ধী ফোরামের মাসিক সভায় প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা এবং প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপ্তির উপায় সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভাটি নিকলী এবং কারপাশা ইউনিয়নের প্রতিবন্ধী ফোরামে অনুষ্ঠিত হয়।

মা ও শিশু ফোরামের সাথে সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের সভা

প্রকল্পের জেন্ডার কম্পোনেন্টের আওতায় নিকলী ইউনিটের দামপাড়া ইউনিয়নের মধ্য টেঙ্গুরিয়া প্রসপারিটি মা ও শিশু ফোরাম সদস্যদের ও তাদের অভিভাবকদের মাঝে জেন্ডার সংবেদনশীল বিষয়ক সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো পরিবার ও সমাজে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা। প্রকল্পভুক্ত খানার সদস্যদের জেন্ডার সংবেদনশীল সভায় উপস্থিত ছিলেন মা ও শিশু ফোরামের সদস্যদের অভিভাবকবৃন্দ। সভায় অপুষ্টি ও জেন্ডার বৈষম্য বিষয়ক; গর্ভবতি ও প্রসূতি নারীর যত্নে পরিবারের সদস্যদের করণীয়; নারীর মতামতকে প্রাধান্য দেয়া; ছেলে মেয়েকে পরিবারে সমান চোখে দেখা ও যত্ন নেয়া ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ।

দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে পিপিইপিপি প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

মা ও শিশু ফোরাম এবং কিশোরী ক্লাবে স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা ও ন্যাপকিন বিতরণ

ঋতু স্রাবকালীন সময়ে ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মেনে চলা একজন নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য বর্তমানে বাংলাদেশে মাত্র ২৯% নারীর স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের অভিজ্ঞতা রয়েছে। 'পিপিইপিপি' প্রকল্পভুক্ত অতি দরিদ্র খানা সদস্যদের মধ্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের হার অনেক কম পরিলক্ষিত হয়েছে। পুরাতন ও অপরিষ্কার কাপড় ব্যবহারের ফলে নারীরা অনেক ধরনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারে পরিবারের নারীদের অভিজ্ঞতা কম। এর প্রধান কারণ হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক অসচেতনতা, স্যানিটারি ন্যাপকিন ক্রয়ের ক্ষেত্রে মানসিক জড়তা ও লজ্জা ইত্যাদি। এই সমস্যা লাঘবের লক্ষ্যে প্রকল্পের নিকলী ইউনিটের নিকলী ইউনিয়নে এবং মিঠামইন ইউনিটের ঘাগরা ও ঘোপদিঘী ইউনিয়নে সর্বমোট ২টি মা ও শিশু ফোরাম এবং ২টি কিশোরী ক্লাবে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা এবং স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়। সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো, স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্যবহার বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং মা ও শিশু ফোরাম ও কিশোরী ক্লাবের স্যানিটারি ন্যাপকিনের সরবরাহ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা। এতে মা ও শিশু এবং কিশোরী ক্লাবের কার্যক্রমের মাধ্যমে উক্ত এলাকায় স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্যবহার এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে, কর্ম-এলাকায় সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন সরবরাহ বৃদ্ধি করা এবং তাদের সম্ভাব্য অসুস্থতা জনিত আর্থিক ক্ষতি লাঘব করা।

মা ও শিশু ফোরামে "বয়সভিত্তিক আদর্শ খাবার নির্বাচন এবং খাবার তৈরির প্রণালী প্রদর্শনী"

অপুষ্টি দূরীকরণের অনেক কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম কার্যক্রম হচ্ছে খানা পর্যায়ে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ নিশ্চিত করা। অনেক সময় দেখা যায় বয়সভিত্তিক সঠিক খাবার পরিমাণ ও গুণগত মানের খাবার নির্বাচন এবং প্রস্তুত না করা হলে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। পদক্ষেপ এর 'পিপিইপিপি' প্রকল্পের পুষ্টি কম্পোনেন্টের আওতায় মা ও শিশু ফোরামের নিকলী ও কারপাশায় মে ২০২৩ মাসে ২টি "বয়স ভিত্তিক আদর্শ খাবার নির্বাচন এবং খাবার তৈরির প্রণালী প্রদর্শনী" অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে মা ও শিশু ফোরামের সদস্যদের মাঝে নবজাতক ও শিশুর খাদ্য এবং পুষ্টিকর খাবার রান্নার আদর্শ প্রণালী প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ৫ বছরের কম বয়সী শিশুর অভিভাবক, গর্ভবতী ও প্রসূতি নারী, কিশোর-কিশোরী, প্রতিবন্ধী এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের অংশগ্রহণকারী হিসেবে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। উক্ত প্রদর্শনীতে শূন্য থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পারিবারিক পর্যায়ে খাবার তৈরীর সময় খাবারের পুষ্টিগুণ বজায় রাখার কৌশলগত দিকসমূহ তুলে ধরা হয়। এতে 'আইওয়াইসিএফ এর নীতিমালা অনুযায়ী ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য বয়স উপযোগী খাবার নির্বাচন ও তৈরি করা তারা শিখতে পারবে। এছাড়া খানা পর্যায়ে স্বল্প খরচে ও আদর্শ প্রযুক্তিতে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পুষ্টিকর খাবার রান্না সম্পর্কে তারা হাতে কলমে শিখতে পারছে এবং খাদ্য পুষ্টি বিষয়ে সেশনের আলোচনার ব্যবহারিক প্রয়োগ জানতে পারছে।

'অনুকরণীয় বাবা' ক্যাম্পেইন বিষয়ক সভা

টেকসই উন্নয়নের জন্য নারী ও পুরুষ উভয়েরই সহযোগিতা ও সহমর্মিতা প্রয়োজন। গৃহস্থলী কাজ এবং সন্তানের যত্নে পুরুষের অংশগ্রহণ, আয়বর্ধনমুলক কাজে নারী ও পুরুষের ন্যায়সংগত অংশগ্রহণ, পারিবারিক বিষয়ে নারী ও পুরুষের যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পারিবারিক নির্যাতন ও বাল্য বিবাহ হ্রাসে উক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করার গুরুত্ব অপরিসীম। এ উপলক্ষ্যে 'অনুকরনীয় বাবা' ক্যাম্পেইন বিষয়ক সভাটি নিকলী ইউনিটের জেন্ডার কম্পোনেন্টের আওতায় দামপাড়া ইউনিয়নের বড়কান্দা উত্তরণ প্রসপারিটি কিশোর ক্লাবের সদস্য এবং অভিভাবকদের নিয়ে জেন্ডার সংবেদনশীল সভার আয়োজন করা হয়। সভায় পরিবারে বাবাদের ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এছাড়া যারা ইতোমধ্যে সন্তানের যত্ন ও শিক্ষায় ভূমিকা রাখছেন তাদেরকে দেখে আরও অনেকেই উৎসাহিত হয়েছেন। এর ফলে অনুকরণীয় বাবাদের অনুকরণ করে আরও অনেকেই উৎসাহিত হবেন এবং এতে পারিবারিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হবে।

মা ও শিশু ফোরাম গঠন

মায়ের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উপর গর্ভস্থ সন্তানের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। গর্ভস্থ সন্তানের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য মায়ের পুষ্টির চাহিদা স্বাভাবিকের থেকে অনেক খানি বেড়ে যায়। তাই এ সময় মায়ের সঠিক পুষ্টি সরবারহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। গর্ভবতী মা যদি দীর্ঘদিন ধরে রক্তস্বল্পতায় ভোগেন, পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার না খান, তবে ভ্রুণের গঠনগত বিকলাঙ্গ দেখা দেয় এবং মস্তিষ্কের বিকাশ ব্যাহত হয়। ফলে শিশু বিকলাঙ্গ অথবা প্রতিবন্ধী হয়। শিশুর জীবনের প্রথম ১ হাজার দিনের মধ্যে অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে। চিরদিনের জন্য খর্বকায় হয়ে যেতে পারে। এ অবস্থা উত্তরণের লক্ষ্যে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু, গর্ভবতী ও প্রসূতি নারী এবং শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে শিশুর ১ হাজার দিনের স্বাস্থ্যসেবা এবং মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার কমাতে মা ও শিশু ফোরাম গঠন করা হয়। ফোরামে মা ও গর্ভস্থ সন্তানের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উপর বিস্তারিত আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। সংস্থার 'পিপিইপিপি' প্রকল্পের নিকলী ইউনিটে পুষ্টি কম্পোনেন্টের মাধ্যমে কারপাশা এবং ছাতিরচর ইউনিয়নে সহরমূল পুর্বহাটি ও ছাতিরচর এবং নন-বাজেটেরী সিংপুর ইউনিয়নে মধ্য টেঙ্গুরিয়াতে প্রসপারিটি মা ও শিশু ফোরাম গঠন করা হয়।

সামাজিক উন্নয়নে কিশোরী কেন্দ্র গঠন

পুষ্টি বান্ধব এলাকা গঠন, নারী-পুরুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি, পারস্পারিক সহমর্মিতা ও সম্মানজনক আত্নঃসম্পর্ক স্থাপন এবং নেতৃত্ব বিকাশ ও জীবন দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মে ২০২৩ মাসে ১টি সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র (কিশোরী) গঠন করা হয়। পদক্ষেপ এর 'পিপিইপিপি' প্রকল্পের নিকলী ইউনিটে পুষ্টি কম্পোনেন্টের আওতায় কারপাশা ইউনিয়নের জালালপুর গ্রামে কেন্দ্রটি গঠিত হয়। এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য প্রসারক হিসেবে কমিউনিটি পর্যায়ে কিশোর/কিশোরীদের গড়ে তোলা। এছাড়া পুষ্টি ও স্বাস্থ্য প্রজনন বিষয়ে বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে কিশোর/কিশোরীদের দলগতভাবে সচেতন করা। তাদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি এবং এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।

দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে পিপিইপিপি প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

আয়বর্ধনমুলক কর্মকাণ্ড

প্রকল্পের আয়বর্ধনমুলক কর্মকাণ্ডের আওতায় নিকলি ইউনিটের সদর ইউনিয়নে ১৪ মে ২০২৩ তারিখে ৫ জন নিঃস্ব অতি দরিদ্র সদস্যকে ২টি ও ৫ জন অগ্রসরমান সদস্যকে ৪টি করে মোট ৩০টি মা ছাগল বিতরণ করা হয়। এসময় মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনে ঘর তৈরি, প্রাথমিক পরিচর্যা, প্রাথমিক চিকিৎসা ও খাবার ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া নিকলি ইউনিটের ছাতির চর ইউনিয়ন, মিঠামইন ইউনিটের ঘোপদীঘি, ঘাগরা ও কেয়ারজোড় ইউনিয়নে গত ১৪ মে ২০২৩ তারিখে "ঘাত সহনশীল/উচ্চ ফলনশীল ফসল চাষ" বিষয়ক আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের আওতায় ৪ জন নিঃস্ব অতি দরিদ্র, ৭ জন অগ্রসরমান অতি দরিদ্র ও ৬ জন প্রাগ্রসর সদস্যকে অনুদান হিসেবে ধান শুকানোর নেট প্রদান করা হয়। পাশাপাশি শ্রমিক, নিরানী খরচ ও আগাছা দমন ইত্যাদি বাবদ নগদ অর্থ অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়। এসময় সার প্রয়োগ, অনুখাদ্য প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা, কীটনাশক ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

এছাড়া মিঠামইন ইউনিটের ঘোপদীঘি ইউনিয়নে গত ৩০ মে ২০২৩ তারিখে "ব্রয়লার/সোনালি মুরগী পালন" বিষয়ে ৫ জন অগ্রসরমান অতি দরিদ্র সদস্যকে অনুদান হিসেবে প্রত্যেককে ১০০ ব্রয়লারের বাচ্চা, পানির ও খাবার পাত্র, লিটার তৈরির সরঞ্জাম, খাবার প্রদান করা ছাড়াও ঘর তৈরি বাবদ কিছু নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। এসময় ব্রয়লার পালনে লিটার বাবস্থাপনা, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, খাবার বাবস্থাপনা পানি ও খাবার পাত্রের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। গত ২৯ মে ২০২৩ তারিখে মিঠামইন ইউনিটের জীবিকায়ন কম্পোনেন্টের আওতায় 'গরু মোটাতাজাকরণ' বিষয়ক নিকলি উপজেলার সদর ও কারপাশা ইউনিয়নের ৭ জন সদস্যকে নিকলি শাহজাহানপুর হাট থেকে ৭টি ষাঁড় গরু ক্রয় করে হস্তান্তর করা হয়। উক্ত কার্যক্রমগুলোতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট জোনের জোনাল ম্যানেজার ও সহকারী পরিচালক মোঃ মাহাবুবর রাহমান'সহ জোন, এরিয়া ও ব্রাঞ্চ এবং প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ-২০২৩ পালন

'পিপিইপিপি' প্রকল্পের পুষ্টি ও কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কম্পোনেন্টের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ -২০২৩ পালন করা হয়। "সুস্থ সবল থাকতে চান, সাধ্যমত পুষ্টিকর খাবার খান" এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়েজন করা হয়। এছাড়া পুষ্টি সপ্তাহ উপলক্ষ্যে স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিচালনা; মা ও শিশু ফোরামে "নবজাতক ও শিশুর খাদ্য" এবং খাবার রান্নার আদর্শ প্রণালী প্রদর্শনী; প্রতিবন্ধী ফোরামে স্বাস্থ্য বিষয়ক সেশন পরিচালনা এবং কিশোরী ক্লাবে সঠিকভাবে হাত ধোয়ার পদ্ধতি বিষয়ক সেশন পরিচালনা করা হয়।

নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস পালন

প্রকল্পের পুষ্টি ও কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কম্পোনেন্টের আওতায় নিকলী, মিঠামইন এবং অষ্টগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস-২০২৩ পালন করা হয়। দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য ছিল "গর্ভকালীন চার বার সেবা গ্রহণ করি, নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করি"। দিবসটি উপলক্ষ্যে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় গর্ভকালীন এএনসি সেবা সংখ্যা ও সময়; গর্ভকালীন এএনসি সেবার গুরুত্ব; প্রকল্পের গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেবা প্রদান; গর্ভবতী ও প্রসূতিকালীন পুষ্টি সেবা প্রদান; গর্ভকালীন জটিলতা ও মুক্তির উপায় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া প্রকল্পের সদস্যরা হাসপাতালে চেকআপে আসলে কোন ধরনের ভোগান্তি ছাড়াই নিরাপদ মাতৃত্ব সেবা সহজলভ্য করার জন্য আশা ব্যক্ত করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন তিন উপজেলার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, আরএমও, নার্সিং সুপারেনটেনডেন্ট, হেলথ ইন্সপেক্টর, এমটিইপিআই, এসএসএন, মিডওইয়াইফ'সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

কিশোর ও পুরুষদের নিয়ে জেন্ডার সচেতনতামূলক সভা

প্রকল্পের অষ্টগ্রাম ইউনিটে জেন্ডার কম্পোনেন্টের আওতায় নিকলী, কারপাশা এবং দামপাড়া ইউনিয়নে কিশোর ও পুরুষদের নিয়ে জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা (আলোর পথে সহযাত্রী) আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, পরিবার ও সমাজের জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে পুরুষ ও কিশোরদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা। প্রকল্পভুক্ত খানার সদস্যদের জেন্ডার সংবেদনশীল সভায় উপস্থিত ছিলেন কিশোর এবং তাদের অভিভাবক। সভায় পরিবারে নারীর কাজ, বিশ্রাম ও বিনোদন, বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন ও যৌতুক প্রথা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এতে অংশগ্রহণকারীদের পরিবারে কিশোর ও পুরুষের ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে সকলে সচেতন হবেন এবং কমিউনিটিতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের ঘটবে।

কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যাবস্থাপনা কমিটি'র সক্রিয়করণ সভা

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য কাঠামোতে কমিউনিটি ক্লিনিক একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একেবারে তৃণমূল পর্যায়ের সেবা প্রদানের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে অবদান রাখছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৮ হাজারের বেশি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। এসব ক্লিনিকের মাধ্যমে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনার সেবা, টিকাদান কর্মসূচি, পুষ্টি, স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরামর্শ'সহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়। কমিউনিটি ক্লিনিক যেহেতু একেবারে তৃণমূলে অবস্থিত তাই চাইলেই একজন মানুষ খুব সহজে সেবা নিতে পারে। এই ক্লিনিক পরিচালনার সাথেও যুক্ত রয়েছে কমিউনিটির মানুষ। ১৭ সদস্যের একটি কমিউনিটি গ্রুপ কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনার কাজটি করে থাকেন। এই সিজির প্রধান হিসেবে থাকেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মেম্বার এবং কমিউনিটি সদস্যদের মধ্যে থেকে অন্যান্য সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হয়ে থাকেন। সিজিকে সক্রিয় করার উদ্দেশ্যঃ কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবার মান উন্নয়ন করা, সিসি থেকে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অন্যান্য অতিদরিদ্র ও অতিনাজুক জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা। সভাটি ঘোপদিঘী ইউনিয়নের কমিউনিটি ক্লিনিকে অনুষ্ঠিত হয় এবং সভা আয়োজনে ছিল পুষ্টি কম্পোনেন্টের কর্মকর্তাবৃন্দ।

আরএমটিপি প্রকল্পের মৎস্যজীবিদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য অনুদান প্রদান

পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এর কারিগরি ও সার্বিক সহযোগীতায় রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি) এর "নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প এর আওতাভুক্ত মৎস্যজীবিদের ১০ হাজার টাকা করে অনুদান দেয়া হয়। এর আওতায় টুঙ্গিপাড়া উপজেলার গওহরডাঙ্গা গ্রামের মো: আলামিন হোসেনকে সহযোগিতা করা হয়। তিনি অনুদানের অর্থ দিয়ে এখন চটপটি, ফুসকাসহ রেডি টু ইট মৎস্য পণ্য বিক্রি করে অধিকতর আয় করতে সক্ষম হয়েছেন। বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য অনুদানের অর্থ দিয়ে গোপালগঞ্জ জেলার রঘুনাথপুর গ্রামের ভজন বিশ্বাস কই মাছের প্রায় ২৮ হাজার পিস পোনা ক্রয় করেন এবং মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে পুকুরে পোনাগুলো ছেড়ে দেন। অনুদানের অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য টুঙ্গিপাড়া ও গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার এডিসিএফগণ সরেজমিনে উপস্থিত থেকে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেন।

আরএমটিপি প্রকল্পের স্থানীয় মাছের বাজার উন্নয়ন

প্রকল্পের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মে ২০২৩ মাসে স্থানীয় মাছের বাজার উন্নয়নে গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলা, টুঙ্গিপাড়া, কোটালীপাড়া ও কাশিয়ানী উপজেলার মোট ৪টি বাজারের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। স্থানীয় বাজার কমিটি ও প্রকল্পের আওতায় পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র কর্তৃক যৌথভাবে বাজারের উন্নয়ন কার্যক্রম করা হয়। এতে যৌথভাবে বাজার কমিটি ও প্রকল্প থেকে অর্থায়ন করা হয়। বাজার উন্নয়নের কার্যক্রমের অংশ হিসাবে মাছ ধরার ক্যারেট, ড্রাম, এসএস গ্রেডিং টেবিল ক্রয়, সুপেয় পানির জন্য ডিপ টিওবয়েল স্থাপন ও পানির জলাধার স্থাপন ইত্যাদি কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয়।

আরএমটিপি প্রকল্পের নিরাপদ মৎস্য পণ্য 'রেডি টু কুক' উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে অবকাঠামো নির্মান

পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর কারিগরি ও সার্বিক সহযোগিতায় 'রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি)' এর 'নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ শীর্ষক ভ্যালু চেইন' উপ-প্রকল্প এর আওতায় নিরাপদ মৎস্য পণ্য 'রেডি টু কুক' উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে কোটালীপাড়া উপজেলার ধোড়ার পূর্ব পাড়া গ্রামের মুজাহিদুল ইসলাম আবির এর বাড়ীর পাশে অবকাঠামো নির্মাণ করেন। তিনি ইতোপূর্বে প্রকল্পের আওতায় ৩.৭৫ লক্ষ টাকার অনুদান নিয়ে 'রেডি টু কুক' এর জন্য ডিপ ফ্রিজ, লীফলেট, মৎস্য পণ্য মোড়ক, প্রচারণা ও পরিচালনা সরবরাহ, মার্কেটিং'সহ প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয় করেছেন এবং আরও উপকরণ ক্রয় করবেন বলে জানান। তার নিজস্ব বিনিয়োগে 'রেডি টু কুক' এন্টারপ্রাইজ এর ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে উক্ত অবকাঠামোটি মে ২০২৩ মাসে নির্মাণ করেন।

আরএমটিপি প্রকল্পের মৎস্য অভয়াশ্রমে মেরামত কার্যক্রম

আরএমটিপি এর "নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প এর আওতায় মৎস্য অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতায় চলতি মাসে গোপালগঞ্জ জেলার তিনটি উপজেলায় মোট ৮টি মৎস্য অভয়াশ্রম মেরামত কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। মেরামতকৃত অভয়াশ্রমগুলো হলো, কাঠিবাজার, বোর্নি বিল ও বাওড়, মিত্রডাঙ্গা বিল, মাঝবাড়ী খাল, কাকডাঙ্গা বিল ও লখন্ডা খাল। অভয়াশ্রমসমূহের আংশিক মেরামত করা হয়। এতে বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতি বিলুপ্ততার হাত থেকে রক্ষা পাবে ও দেশীয় প্রজাতির মাছ বৃদ্ধি পাবে।

পদক্ষেপ এর RAISE প্রকল্পের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম

শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের আওতায় “মাস্টার ক্রাফট-পার্সন/গুরুদের ওরিয়েন্টেশন”

দেশের তরুণদের মধ্যে অধিকাংশই অদক্ষ ও স্বল্প দক্ষ যার ফলে তারা কাঙ্খিত মজুরী এবং শোভন কাজ বা ডিসেন্ট ওয়ার্ক হতে বঞ্চিত। তরুণদেরকে স্বল্প মজুরি চক্র হতে বের করে নিয়ে আসা এবং মর্যদাপূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ এর Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের শহর উপ-শহর এলাকার তরুণদের জীবন-দক্ষতা উন্নয়নের সাথে সাথে আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান সমৃদ্ধ কারিগরি দক্ষতা প্রদান করছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে উক্ত প্রকল্পের আওতায় শিক্ষানবিশ কার্যক্রমের মাস্টার ক্রাফট পার্সনদের জন্য গত ২৫ ও ২৬ মে ২০২৩ তারিখে ২ দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের সমন্বয়কারী মোছাঃ ফাহমিদা বেগম এর সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস। এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা জোনের সহকারি পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার মোঃ রুহুল কুদ্দুস, প্রকল্পের লাইফ-স্কিল অফিসার রওশন আরা সিমু ও কেস ম্যানেজমেন্ট অফিসার মোঃ মাযহারুল ইসলাম এবং মোহাম্মদপুর এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার ও মিরপুর ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার।

স্বল্প আয়ের পরিবারভূক্ত বেকার তরুণ-তরুণীদের উপর্যুক্ত কর্মসংস্থানে যুক্ত করার লক্ষ্যে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগর (মাস্টার ক্রাফট পার্সন) এর অধীনে গুরু-শিষ্য পদ্ধতিতে ৬ মাসব্যাপী কারিগরী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গত ১ জানুয়ারী ২০২৩ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে। প্রশিক্ষণটি আগামী জুন ২০২৩ পর্যন্ত চলবে। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হলো, দক্ষ ওস্তাদ নির্বাচনের মাধ্যমে রেইজ প্রকল্পের আওতায় নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ তরুণীদেরকে অনানুষ্ঠানিকভাবে হাতে কলমে শিক্ষা প্রদান; শিক্ষানবিশদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা; আত্মকর্মসংস্থান বা মুজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত করা। আদাবর, মিরপুর ও মৌচাক এই ৩টি কর্মএলাকায় প্রকল্পের আওতায় মোট ৩৫ জন দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগরের অধীনে ৭০জন শিষ্য/শিক্ষানবিশকে গুরু-শিষ্য পদ্ধতিতে ৬ মাস-ব্যাপী বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ট্রেডগুলো হলো- ফ্যাশন গার্মেন্টস/ড্রেস মেকিং ও টেইলারিং, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, সেলাই মেশিন অপারেশন, স্মল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেটাল ওয়ার্কস, আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান, বেকিং ও পেস্ট্রি প্রিপারেশন, মোটরসাইকেল সার্ভিসিং এবং কার্পেনট্রি ইত্যাদি। উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে প্রশিক্ষিত তরুণদের কর্ম-পরিবেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সাথে একাত্মতা প্রকাশের সুযোগ ঘটবে যা সামগ্রীকভাবে শিল্পের উৎপাদন ও বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রকল্পের “কমিউনিটি আউটরিচ” প্রোগ্রাম

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে উক্ত প্রকল্পের আওতায় স্বল্প আয়ের পরিবারভূক্ত বেকার তরুণ-তরুণীদের উপর্যুক্ত কর্মসংস্থানে যুক্ত করার লক্ষ্যে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগর (মাস্টার ক্রাফট পার্সন) এর অধীনে গুরু-শিষ্য পদ্ধতিতে ৬ মাসব্যাপী কারিগরী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গত ১ জানুয়ারী ২০২৩ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে। প্রশিক্ষণটি আগামী জুন ২০২৩ পর্যন্ত চলবে। প্রতি মাসের ন্যায় মে মাসেও কর্ম এলাকায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হলো, দক্ষ ওস্তাদ নির্বাচনের মাধ্যমে রেইজ প্রকল্পের আওতায় নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ তরুণীদেরকে অনানুষ্ঠানিকভাবে হাতে কলমে শিক্ষা প্রদান; শিক্ষানবিশদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা; আত্মকর্মসংস্থান বা মুজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত করা। আদাবর, মিরপুর ও মৌচাক এই ৩টি কর্মএলাকায় প্রকল্পের আওতায় মোট ৩৫ জন দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগরের অধীনে ৭০ জন শিষ্য/শিক্ষানবিশকে গুরু-শিষ্য পদ্ধতিতে ৬ মাস-ব্যাপী বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ট্রেডগুলো হলো- ফ্যাশন গার্মেন্টস/ড্রেস মেকিং ও টেইলারিং, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, সেলাই মেশিন অপারেশন, স্মল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেটাল ওয়ার্কস, আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান, বেকিং ও পেস্ট্রি প্রিপারেশন, মোটরসাইকেল সার্ভিসিং এবং কার্পেনট্রি ইত্যাদি। প্রশিক্ষণগুলো প্রদানের ফলে, প্রশিক্ষিত তরুণদের কর্ম-পরিবেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সাথে একাত্মতা প্রকাশের সুযোগ ঘটবে যা সামগ্রীকভাবে শিল্পের উৎপাদন ও বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

কোভিড সংকট মোকাবেলায় এবং অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে ৭০টি সংস্থা সমগ্র দেশের শহর উপ-শহর এলাকায় ৫ বছর মেয়াদি “রিকভারী এন্ড এডভান্সমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট (রেইজ)” প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, ‘কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পুনরুদ্ধারে অর্থায়ন এবং পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যোগের সম্প্রসারণে অর্থায়ন ও নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের শিক্ষানবিশি পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান করা’। উক্ত প্রকল্পে পদক্ষেপ ১০টি জেলার ১৫টি উপজেলার ১৫টি ব্রাঞ্চে উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

‘পরিবেশবান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প’ উপ-প্রকল্পের অন জব ট্রেনিং অনুষ্ঠিত

পদক্ষেপ এর ‘সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)’ এর আওতায় ‘পরিবেশবান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্প’ উপ-প্রকল্পের ১০ দিন ব্যাপী রংপুর সদরে ‘রিফ্রেশার্স ক্রাফট শতরঞ্জি’ প্রশিক্ষণ চালু হয়েছে। প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ‘কারুশিল্প শতরঞ্জির খাঁড়া তাতের মাধ্যমে নতুন নতুন ডিজাইনের শতরঞ্জি তৈরি করা’। উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন পরামর্শমূলক বক্তব্য প্রদান করেন রংপুর তাঁতবোর্ড এর ইন্সট্রাকটর তপু চৌধুরী ও ডিজাইনার ওমর ফারুক। উদ্যোক্তারা যেন শতরঞ্জির নিত্য নতুন ডিজাইনের সাথে পরিচিত হতে পারে; সুতার কম্বিনেশন ঠিক রাখা ও সঠিক রং এর ব্যবহার সম্পর্কে জানতে এবং বর্তমান ডিজাইনে যেরকম ট্রেন্ড বিদ্যমান আছে তারমধ্যে বৈচিত্র্যকরণ’সহ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তারা দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক ইরফানুল বারী সরকার। উদ্যোক্তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বক্তারা এ ধরণের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য হস্তশিল্পের প্রসারে বৈচিত্র্যময় পণ্য তৈরীতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি পরিবেশকে ঠিক রেখে কার্যক্রম পরিচালনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে আরও নতুন ১টি এরিয়া ও ৬টি ব্রাঞ্চের উদ্বোধন

পদক্ষেপ দেশের শীর্ষ অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান পিকেএসএফ এর অন্যতম সহযোগী সংস্থা হিসেবে সমাজের অবহেলিত গরিব ও দুস্থ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান এবং আয় বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ক্ষুদ্রঋণ এবং এর ধারাবাহিকতায় সৃষ্ট ঋণের যথাযথ ব্যবহার করে অনেকেই দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তির পাশাপাশি নিজের এবং অন্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। দেশব্যাপী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় ব্যাংকিং সুবিধা পৌঁছে দেয়া ও পুঁজির ঘাটতি পূরণ করা, আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে দরিদ্রদেরকে আগ্রহী করে তোলা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং নতুন উদ্যোক্তা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বর্তমানে দেশের প্রায় সব জেলায় পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় মে ২০২৩ মাসে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে আরও নতুন ১টি এরিয়া ও ৬টি ব্রাঞ্চের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরিয়া ও ব্রাঞ্চগুলো হলো, বি-বাড়িয়া জোনের হবিগঞ্জ এরিয়া ও হবিগঞ্জ, নবিগঞ্জ ও শ্রীমঙ্গল ব্রাঞ্চ; কুমিল্লা জোনের কচুয়া ও ছাগলনাইয়া ব্রাঞ্চ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পদক্ষেপ এর সংশ্লিষ্ট জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজারবৃন্দ, এরিয়া ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজারবৃন্দ এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ঈমাম, শিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধি, ব্যাংক কর্মকর্তা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ীবৃন্দ, পুলিশ প্রশাসন এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে সদস্যের মাঝে ঋণ বিতরণ করা হয়।

পদক্ষেপ কর্তৃক বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি ২০২২ ঘোষণা

পদক্ষেপ এর সাথে সম্পৃক্ত সদস্যবৃন্দ ও সকল পর্যায়ে কর্মরত কর্মী/কর্মকর্তার মেধাবী সন্তানদেরকে ‘বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি ২০২২-২০২৩’ এর নামের তালিকা মে ২০২৩ মাসে ঘোষণা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ‘বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি’ কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ক কমিটির সুপারিশক্রমে এবং নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে এবছর ৪ জনকে বৃত্তির জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত করা হয়েছে। ‘বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি’র জন্য মনোনীত প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এককালীন ১০ হাজার টাকা এবং প্রতিমাসে জন প্রতি ৩ হাজার টাকা করে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয় যা তাদের চলমান ডিগ্রী শেষ না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এ বছর ৪ জন শিক্ষার্থীকে সর্বমোট ১.৩০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে, যা আগামী মাসে তাদের স্ব স্ব ব্যক্তিগত ব্যাংক একাউন্টে দেয়া হবে। এবছর বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলো, যশোর জোন থেকে মোছাম্মৎ নাজনীন আক্তার (হিসাব বিজ্ঞান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়), রংপুর জোন থেকে মোঃ আব্দুস সামাদ (পদার্থ বিজ্ঞান, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়), রাজশাহী জোন থেকে মোছাম্মৎ খুরশিদা জাহান হক (ফলিত রসায়ন ও রসায়ন প্রকৌশলী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) এবং বি-বাড়িয়া জোন থেকে আফরোজা জাহান (ফার্মেসী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)।

মে মাসে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ১৬২ জন

মে ২০২৩ মাসে অভ্যন্তরীণভাবে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (লোন) পদে ১২৭ জনকে ‘অগ্রসর ঋণীর ব্যবসা বিশ্লেষণ, ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন’ বিষয়ে পিআইডিএম সেন্টারে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কমিউনিটি ম্যানেজার পদে ৩৫ জনকে ‘বেসিক ওরিয়েন্টেশন’ বিষয়ে চট্টগ্রাম উত্তর জোনের ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পিআইডিএম এ মাসে সেবা দিয়েছে ৯৪২ জনকে

পদক্ষেপ তার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পিআইডিএম-এ সরকারি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ও যৌথ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় মে ২০২৩ মাসে পদক্ষেপ’সহ ২৪টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মোট ১৩৭৯ জন কর্মী/উপকারভোগীর অংশগ্রহণে ৬টি সভা, ২টি পরীক্ষা. ১টি কর্মশালা ও ১৬টি প্রশিক্ষণ ব্যাচের জন্য খাদ্য, ভেন্যু ও আবাসন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

মে মাসে রেমিটেন্স লেনদেন হয়েছে ৩৫৯টি

মে ২০২৩ মাসে বিভিন্ন ব্রাঞ্চের মাধ্যমে মোট ৩৫৯ জন গ্রাহককে ১.৮১ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। শুরু থেকে এপর্যন্ত পদক্ষেপ মোট ১,৫৮,৮৫২ জন গ্রাহককে ৫১০.৭৬ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য যে, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে পদক্ষেপ দেশব্যাপী মানিগ্রাম, ট্রান্স-ফাস্ট, এক্সপ্রেস মানি, সিবিএল মানি ট্রান্সফার, ইজেড রেমিট, আল জাদিদ, আফতাব কারেন্সি, ইউনিমনি, ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ ও রিয়া’সহ মোট ২৮টি এক্সচেঞ্জ হাউজ/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে বিদেশ হতে প্রেরিত রেমিটেন্স গ্রাহকের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে।

মে মাসে ৬৩ জনকে নিয়োগ দিয়েছে পদক্ষেপ

মে ২০২৩ মাসে পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং সেলে সিনিয়র সহকারী পরিচালক পদে ১ জন, অফিস সহকারী পদে ঢাকা জোনের আশকোনা এরিয়া অফিসে ১ জন ও বরিশাল জোনের হারতা ব্রাঞ্চে ১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সমৃদ্ধি কর্মসূচির সুরমা ইউনিয়নে স্বাস্থ্য পরিদর্শক পদে ১ জন এবং ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির বিভিন্ন ব্রাঞ্চে সিএম-১ ও সিএম-২ পদে ৫৯ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

কর্মী কল্যাণ তহবিল, সিপিএফ ও অনুদান প্রদান

মে ২০২৩ মাসে সিপিএফ হতে ৩৮ জন কর্মীকে ১৭,৬২,৪২৫/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ৩৯ জন কর্মীকে ৮৩,৫০০/- টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বীমা প্রোগ্রাম থেকে ৫৩ জনকে ১২,২১,৪৮৮/- টাকা প্রদান এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল থেকে ২০ জনকে ৩,১৫,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

পাবলিকেশন ও ডকুমেন্টেশন সেকশন কর্তৃক প্রণয়নকৃত মাসিক ই-নিউজে আপনার আওতাধীন কার্যক্রমের প্রতিমাসের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে zahid@padakhep.org ই-মেইলে জমা প্রদানের আহবান করা হলো।

বাড়ী নং-৫৪৮, রোড নং-১০, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৫৮১৫১১২৬, ৫৮১৫৬৯২৫, ৫৫০১০৪০৫ ৫৫০১০৪০৬, ফ্যাক্স ঃ ৮৮-২-৯১৩৭৩১০
E-mail : pmuk@padakhep.org info@padakhep.org, Web: www.padakhep.org